শৈলকুপায় আ. লীগ নেতার দেওয়া হয়রানিমুলক মামলা প্রত্যাহারের দাবীতে মানববন্ধন

ঝিনাইদহের শৈলকুপায় ভুয়া কাগজ দিয়ে খাস জমি রেকর্ড করে গ্রামবাসীর বিরুদ্ধে আওয়ামী লীগ নেতা দায়ের করা মামলা প্রত্যাহারের দাবীতে মানববন্ধন কর্মসূচী পালিত হয়েছে।

সোমবার সকালে উপজেলার উত্তর মির্জাপুর বাজারে এ কর্মসূচীর আয়োজন করে গ্রামবাসী। এতে ব্যানার ফেস্টুন নিয়ে ভুক্তভোগী ১০ টি পরিবারসহ এলাকাবাসী অংশ নেয়।

সেসময় বক্তব্য রাখেন ভুক্তভোগী, এতেম আলী, লাখি খাতুন, মীর শওকত আলী, নওশের আলী, আলমাস জোয়ার্দ্দার, নাজমুল হাসান সুজনসহ অন্যান্যরা বক্তব্য রাখেন।

সেসময় বক্তারা অভিযোগ করেন, ভরাট হওয়া ডাকুয়া নদীর ৩ টি দাগে ৩ একর ৫৩ শতক জমি ওই গ্রামের আওয়ামী লীগ নেতা আমিরুল ইসলাম বাবলু জোয়ার্দ্দার ভুয়া কাগজ দেখিয়ে রেকর্ড করে নেয়।

সরকার মামলা করলে ২০০৭ সালে আদালত সরকারের পক্ষে রায়ও দেয়। কিন্তু প্রতারক বাবলু জোয়ার্দ্দার সেই জমি এখনও নিজের দাবী করে জমিতে থাকা গ্রামবাসীর বিরুদ্ধে মামলা দিয়ে হয়রানি করছে। বক্তারা মামলা প্রত্যাহার ও জালিয়াত বাবলু জোয়ার্দ্দার’র বিচারের দাবী জানান।

মহেশপুরে ধর্ষণ চেষ্টা মামলায় আওয়ামী লীগ নেতা গ্রেপ্তার

ঝিনাইহের মহেশপুরে গৃহবধূকে ধর্ষণ চেষ্টার অভিযোগে দায়ের করা মামলায় সাজ্জুাল ইসলাম সাজ্জা (৬০) নামে এক আওয়ামী লীগ নেতাকে

গ্রেফতার করেছে পুলিশ।

শনিবার দুপুরে মহেশপুর উপজেলার খালিশপুর বাজার থেকে তাকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

‎গ্রেফতারকৃত সাজ্জুাল ইসলাম সাজ্জা মহেশপুর উপজেলার সুন্দরপুর গ্রামের মৃত মহিউদ্দিন সরারের ছেলে এবং মহেশপুর উপজেলা আওয়ামী সভাপতি।

‎‎মামলার এজাহার সূত্রে জানা গেছে, রাজনৈতিক পরিচয়ের সুবো গত ৫ মে সাজ্জুাল ইসলাম খালিশপুর গোহাটার পাশে এক ভাড়া বাসায় একজনকে খুঁজতে যায়।

সেখানে গিয়ে গৃহবধকে ধর্ষণের চেষ্টা করে। ওই সময় গৃহবধর স্বামী সাজ্জুাল ইসলামকে আসামি করে মহেশপুর থানায় ধর্ষণচেষ্টার অভিযোগে মামলা করেন।

‎এ বিষয়ে মহেশপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মেহেী হাসান বলেন, সাজ্জুাল ইসলাম সাজ্জা সোনালী ব্যাংকের দুই লাখ টাকার একটি চেক দিয়ে ধর্ষণচেষ্টার ঘটনাটি ধামাচাপা েওয়ার চেষ্টা করেন। কিন্তু বিষয়টি এলাকায় ব্যাপকভাবে জানাজানি হয়ে পড়ে। মামলা হওয়ার পরে অভিযুক্তকে গ্রেফতার করে আালতে সোপর্দ করা হয়েছে।

গাংনীতে আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীদের কুপিয়ে জখম করলেন বিএনপি নেতা

মেহেরপুরের গাংনীতে ঘোষণা দিয়ে আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীদের কুপিয়ে জখম করার অভিযোগ উঠেছে বিএনপির এক নেতার বিরুদ্ধে। এ ঘটনায় সৃষ্ট সংঘর্ষে উভয় পক্ষের নারীসহ ১৩ জন আহত হয়েছেন। আহতদের মধ্যে বেশ কয়েকজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক।

আজ সোমবার দিবাগত রাত সাড়ে ৮টার দিকে গাংনী উপজেলার সাহারবাটি গ্রামে এ ঘটনা ঘটে। আহতদের উদ্ধার করে গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স ও কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

আহতদের মধ্যে সাহারবাটি গ্রামের কড়ইতলা পাড়া এলাকার ইমন আলীর স্ত্রী রিয়া খাতুন (৪০), তরিকুল ইসলামের ছেলে শরিফুল ইসলাম (৪৩), চাঁদ আলী মোল্লার ছেলে রফিকুল ইসলাম (৬০), মুন্তাজ আলী (৫০), নেঙ্গার আলীর ছেলে হামিদুল ইসলাম (৫০), মাঠপাড়া এলাকার আব্দুর রাজ্জাকের ছেলে মিথুন হোসেন (৩০), সামসদ্দীনের ছেলে আইনাল হক (৫০), আনসারুল ইসলাম (৬৫) ও তার স্ত্রী শাহানারা বেগম (৬০) রয়েছেন। অপরদিকে হামলাকারী বিএনপি নেতা দবির হোসেনের ভাই আব্দুল খালেক ও আব্দুল মালেক আহত হয়েছেন।

বিএনপি নেতা দবির হোসেন জানান, বিগত ১৭ বছর ধরে স্থানীয় ইউপি সদস্য আওয়ামী লীগ নেতা আব্বাস আলী তাদের পরিবারের ওপর নির্যাতন-জুলুম চালিয়ে আসছিলেন। তারা তাদের গোয়ালের গরু পর্যন্ত নিয়ে গেছে এবং মাঠের ফসল তুলতে দেয়নি। তাই ‘মারের বদলে মার’ নেওয়া হয়েছে বলে তিনি দাবি করেন।

এদিকে ইউপি সদস্য ও আওয়ামী লীগ নেতা আব্বাস আলী জানান, ৫ তারিখের পর থেকেই দবির উদ্দীন তাদের কাছ থেকে বিভিন্ন সময়ে চাঁদা দাবি করে আসছিল। তারা বেশ কয়েকবার চাঁদা দিয়েছেন। আজ আবারও চাঁদা চেয়ে না পেয়ে তার বাবা-মায়ের ওপর হামলা চালানো হয়। বর্তমানে তার বাবা কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি রয়েছেন।

গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) উত্তম কুমার দাস বলেন, সকালের মারামারির পর সেখানে পুলিশ গিয়েছিল। আবারও সন্ধ্যায় মারামারি হয়েছে এমন খবর পাওয়ার পরপরই সেখানে পুলিশ পাঠানো হয়েছে। বর্তমানে এলাকা শান্ত রয়েছে। এ ঘটনায় মামলা দায়ের করলে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

আ.লীগের কার্যালয়ে পতাকা উত্তোলনকারী ছাত্রলীগ নেতাকে ত্যাজ্যপুত্র ঘোষণা

ঝিনাইদহ জেলা আওয়ামী লীগ পরিত্যক্ত কার্যালয়ে পতাকা উত্তোলনকারী ছাত্রলীগ নেতাকে ত্যাজ্যপুত্র ঘোষণা করেছেন বাবা।

আজ বুধবার (৪ মার্চ) বিষয়টি জানাজানি হয়েছে। এর আগে গত সোমবার বাবা আবু জাফর তার সন্তানকে ত্যাজ্যপুত্র ঘোষণা করেন।

জেলা নোটারি পাবলিক কার্যালয়ে উপস্থিত হয়ে এক হলফনামার মাধ্যমে এই ঘোষণা দেন ছাত্রলীগ নেতার বাবা মো: আবু জাফর। ঝিনাইদহ জেলা জজ কোর্টের অ্যাডভোকেট মো: সাদাতুর রহমান হাদি’র মাধ্যমে আইনগত দিকটি সম্পন্ন করেন তিনি।

গত ২১ ফেব্রুয়ারি ঝিনাইদহ জেলা আওয়ামী লীগের পরিত্যক্ত কার্যালয়ে পতাকা উত্তোলন করেন তার সন্তান নাহিদ হাসান সবুজ। সে ঝিনাইদহ সরকারি কেশবচন্দ্র (কেসি) কলেজ শাখা ছাত্রলীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক হিসেবে দায়িত্বে আছেন।

হলফনামা সূত্রে জানা যায়, নিষিদ্ধ ঘোষিত ছাত্রলীগের সঙ্গে সক্রিয় হয়ে রাজনীতি করায় ঝিনাইদহ সদর উপজেলার পোড়াহাটী ইউনিয়নের আড়ুয়াকান্দী গ্রামের ব্যবসায়ী মো: আবু জাফর (৪৮) তার ছেলে মো: নাহিদ হাসান সবুজকে (২৪) ত্যাজ্য ঘোষণা করেছেন।
হলফনামায় মো: আবু জাফর উল্লেখ করেন, তার পুত্র দীর্ঘদিন ধরে তার অবাধ্য এবং অবান্তর জীবনযাপন করে আসছিলেন। তিনি বর্তমানে পরিবারের সাথে বসবাস করেন না এবং নিজের খেয়ালখুশিমতো আলাদা থাকেন।

হলফনামায় আবু জাফর আরও অভিযোগ করেন, গত ৫ আগস্ট (২০২৪) পরবর্তী সময়ে ছাত্রলীগকে নিষিদ্ধ করা সত্ত্বেও তার ছেলে ওই সংগঠনের বিভিন্ন কার্যক্রমে লিপ্ত আছেন। বিশেষ করে গত ২১ ফেব্রুয়ারি ঝিনাইদহ জেলা আওয়ামী লীগের পরিত্যক্ত কার্যালয়ে পতাকা উত্তোলন করেন তার সন্তান নাহিদ হাসান সবুজ। এ সংক্রান্ত একটি ভিডিও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ভাইরাল হলে পিতা হিসেবে তিনি বিব্রত বোধ করেন।

হলফনামায় উল্লেখ করা হয়, নাহিদ হাসান সবুজের কোনো প্রকার আয়-রোজগার, দায়-দেনা বা কর্মকান্ডের সাথে পিতা বা তার পরিবারের অন্য কোনো সদস্যের কোনো সম্পর্ক থাকবে না। তার কোনো অপকর্মের দায়ভার পরিবার বহন করবে না। ভবিষ্যতে তার সাথে পরিবারের সকল প্রকার রক্ত সম্পর্কীয় ও আইনি বিচ্ছেদ বজায় থাকবে।

এ ঘটনায় ত্যাজ্য ঘোষণাকারী মো: আবু জাফর বলেন, “দেশের আইন ও নীতিমালার পরিপন্থী কোনো কাজ আমার সন্তান করুক তা আমি চাই না। বারবার সতর্ক করার পরও সে শোধরায়নি, তাই বাধ্য হয়ে আমি এই কঠিন সিদ্ধান্ত নিয়েছি।”

এ ব্যাপারে ছাত্রলীগ নেতা নাহিদ হাসান সবুজের বক্তব্য জানতে তার মুঠোফোনে একাধিকবার যোগাযোগের চেষ্টা করেও মুঠোফোনটি খোলা পাওয়া যায়নি।

এব্যাপারে ঝিনাইদহ জজ আদালতের আইনজীবী এ্যাড. সালমা ইয়াসমিন বলেন ত্যাজ্য পূত্র বা ত্যাজ্য কন্যা আইনের কোন ভিত্তি নেই। একজন বাবা তার দায় এড়ানোর জন্য এসব করছে, এসব মানুষের দৃষ্টিভঙ্গিকে ঘুরানোর জন্য।

ঝিনাইদহে গভীর রাতে আওয়ামী লীগের অফিস ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগ

ঝিনাইদহের মহেশপুরে গভীর রাতে মহেশপুর পৌরসভার ৭নং ওয়ার্ড আওয়ামী লীগের দলীয় কার্যালয়ে ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগের ঘটনা ঘটেছে।

রবিবার (১৫ ফেব্রুয়ারি) দিবাগত রাত দুইটার দিকে উপজেলার মহেশপুর পৌরসভার গাড়াবাড়িয়া গ্রামে এ ঘটনা ঘটে। এতে কার্যালয়ের আসবাবপত্রসহ গুরুত্বপূর্ণ নথিপত্র পুড়িয়ে ফেলেছে বলে জানিয়েছেন স্থানীয় নেতা কর্মীরা।

স্থানীয়রা জানিয়েছে সোমবার রাত দুইটার দিকে কয়েকজন দুর্বৃত্ত

কার্যালয়ে হামলা চালায়। তারা প্রথমে ভাঙচুর করে এবং পরে ঘরে আগুন ধরিয়ে দ্রুত পালিয়ে যায়। আগুনের শিখা দেখতে পেয়ে আশপাশের লোকজন দ্রুত ছুটে এসে ফায়ার সার্ভিসে খবর দেন। পরে ফায়ার সার্ভিসের একটি ইউনিট এসে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে।

স্থানীয় আওয়ামী লীগ নেতা আমাজেদ সরদার বলেন, প্রতিদিনের মতো রাতে অফিসের কাজ শেষ করে তারা বাড়ি ফিরে যান। রাত দুইটার দিকে আগুন লাগার খবর পেয়ে এসে দেখেন অফিসের ভেতরের চেয়ার-টেবিল, ব্যানার-ফেস্টুনসহ বিভিন্ন কাগজপত্র পুড়ে গেছে।

তিনি বলেন, ‘ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে কেন্দ্র করে আওয়ামী লীগ ধানের শীষের পক্ষ নেওয়ার কারণেই এ ঘটনা ঘটতে পারে। এটি শুধু আওয়ামী লীগের অফিস নয়, দলমত নির্বিশেষে অনেকেই এখানে এসে বসতেন। আমরা এ ঘটনার তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানাই।’

খবর পেয়ে মহেশপুর থানার পুলিশ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে। মহেশপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মেহেদী হাসান বলেন, ঘটনার পরপরই পুলিশ সেখানে যায়। বিষয়টি তদন্ত করে প্রয়োজনীয় আইনগত ব্যবস্থা নেওয়ার প্রস্তুতি চলছে। তবে এ ঘটনায় এখনো কাউকে আটক করা হয়নি।

এলাকাবাসী জানান, গত ২০২ শের ৫ আগস্টের পর থেকে এলাকায় উল্লেখযোগ্য কোনো দলীয় উত্তেজনা বা সহিংসতার ঘটনা ঘটেনি। হঠাৎ এ ধরনের ঘটনায় স্থানীয়দের মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছে। তারা দ্রুত দোষীদের শনাক্ত ও শাস্তির আওতায় আনার দাবি জানান।

ভারতে পালানোর সময় গোপালগঞ্জ জেলা আওয়ামীলীগের সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক দর্শনা

ইমিগ্রেশনে গ্রেফতার

ভারতে পালানোর সময় গোপালগঞ্জ জেলা আওয়ামীলীগের সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক এস এম মুনির দর্শনা ইমিগ্রেশন পুলিশ গ্রেফতার করেছে। গতকাল মঙ্গলবার সন্ধ্যায় তাকে গ্রেফতার করে।

তার নামে গোপালগঞ্জ থানায় একটি নাশকতা মামলা রয়েছে। এ ঘটনায় ইমিগ্রেশন ইনচার্জ এস আই তুহিন বলেন, সন্ধ্যার আগ দিয়ে দর্শনা ইমিগ্রেশন চেকপোষ্টে পৌছায়। আমারা তার পাসপোর্ট চেকিং করে দেখি তার বিরুদ্ধে গোপালগঞ্জ থানায় একটি মামলা রয়েছে।

এ বিষয়ে দর্শনা থানার অফিসার ইনচার্জ মোহাম্মদ শহীদ তিতুমীর ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে বলেন, আমরা রাত সাড়ে ৭ টার দিকে তাকে গ্রেফতার করে দর্শনা থানায় নিয়ে এসেছি। গতকালই তাকে চুয়াডাঙ্গা কোর্ট হাজতে প্রেরণ করা হবে।

গাংনীতে বিসিআইসি সার ডিলারের বিরুদ্ধে নানা অভিযোগ

মেহেরপুর গাংনী উপজেলার ধানখোলা ইউনিয়নের বিসিআইসি ডিলার এনামুল হকের বিরুদ্ধে সরকারি বরাদ্দকৃত সার অতিরিক্ত দামে বিক্রী ও ক্রেতাদের সাথে অসাদাচারণসহ নানা অভিযোগ উঠেছে।

‎ভুক্তভোগী কৃষকরা অভিযোগ করেন, বিসিআইসি ডিলার এনামুল হক প্রকৃত কৃষকদের মাঝে সার না দিয়ে স্থানীয় খুচরা সার ব্যবসায়ীদের মাধ্যমে অতিরিক্ত দামে সার বিক্রী করে আসছেন বলে অভিযোগ করেছেন ।

‎‎তারা অভিযোগ করেন, স্বৈরাচার হাসিনা সরকারের অনুগত আওয়ামীলীগ নেতা এনামুল হক ক্ষমতার দাপট দেখিয়ে নিজ নামে এবং পরিবারের অন্য সদস্যের নামে বেনামে প্রায় কয়েকটি ডিলারের লাইসেন্স নিয়ে কৃত্তিম সার সংকট তৈরী করছেন। ‎সরকারের ভাবমূর্তি ক্ষুন্ন করতে তিনি

বরাদ্দকৃত সার অতিরিক্ত দামে ব্যবসায়িদের মাঝে বিক্রী করে আসছেন।

‎‎এবিষয়ে ধানখোলা ইউনিয়ন বিএনপির সাবেক যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ও উপজেলা বিএনপির সাবেক সদস্য নুরু ইসলাম বলেন, আমার এলাকার কৃষকরা সার না পেয়ে আমাকে জানান। কৃষকদের অনুরোধে সবার সম্মুখে বিসিআইসি ডিলার এনামুল হকের কাছে জানতে চাইলে তিনি আমার সাথে খারাপ আচরণ করেন। এমনকি হুমকি দিয়ে বলেন, আপনি কিসের নেতা, আপনি বিএনপি’র আমজাদ ভাই, জাভেদ মাসুদ মিল্টন, আসাদুজ্জামান বাবলুকে জানান। এছাড়াও বেগম খালেদা জিয়ার কাছে তার লোক আছে বলেও দম্ভোক্তি দেখান।

‎‎গাংনী উপজেলা উপসহকারী একাধিক কৃষি কর্মকর্তা নাম প্রকাশ না করার শর্তে জানান, ধানখোলা ইউনিয়নের বিসিআইসি ডিলার এনামুল হক তার ইচ্ছামত ক্ষমতার দাপট দেখিয়ে সরকারি সার বাইরে বিক্রয় করছেন এবং প্রকৃত কৃষকদের দিচ্ছেনা, এমন ঘটনায় তাকে বলতে গেলে সে আমাদের সাথেও খারাপ আচরণ করে আসছে। আমরা সরকারি কর্মকর্তা এ কারণে মুখ খুলতে পারিনা।

‎‎এ ব্যাপারে ধানখোলা ইউনিয়নের বিসিআইসি ডিলার এনামুল হকের কাছে জানতে চাইলে তিনি নুর ইসলামকে হুমকি দেওয়ার বিষয়টি অস্বীকার করে বলেন, নুর ইসলাম অতিরিক্ত সার নেওয়ার জন্য আমাকে হুমকি দিয়েছে। সার ইউনিয়নের সাব ডিলাররা নিয়ে যায়। এছাড়া উপসহকারী কৃষি অফিসারদের মাধ্যমে কৃষকদের মাঝে বিক্রী করা হয়। অতিরিক্ত দামে কোন সার বিক্রী করা হয় না।

ধানখোলা ইউনিয়নের ২নং ওয়ার্ড যুগিন্দা গ্রামের সাব ডিলার মফিজুল ইসলাম জানান, বিসিআইসি ডিলাররা আমাদের বরাদ্দকৃত সার সঠিক ভাবে না দিয়ে কম দেয়। কিছু সার দিলেও তাদের নির্দেশনা মোতাবেক বিক্রী করতে হয়। এতে আমরাও সমস্যায় আছি। কৃষকদের চাহিদা পূরণ হয় না। ‎

‎এ ব্যাপারে গাংনী উপজেলার কৃষি অফিসার ইমরান হোসেন জানান, বিষয়টি শুনেছি, খোঁজ খবর নেওয়া হচ্ছে,অনিয়ম হলে ব্যবস্থা নেওয়া হবে। এছাড়াও উপসহকারী কর্মকর্তাদের পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে, প্রকৃত কৃষকদের মাঝে সার বিক্রয় করার জন্য।

মেহেরপুরে আওয়ামী লীগ, ছাত্রলীগ ও যুবলীগের ৬ জন গ্রেফতার

মেহেরপুরের তিনটি থানা পুলিশ পৃথক অভিযান চালিয়ে আওয়ামী লীগ, ছাত্রলীগ (নিষিদ্ধ ঘোষিত) ও যুবলীগের ছয়জন নেতাকর্মীকে গ্রেফতার করেছে।

শনিবার দিবাগত রাতের বিভিন্ন সময়ে পুলিশ পৃথক অভিযান চালিয়ে এসব নেতাকর্মীকে গ্রেফতার করে।
এর মধ্যে গাংনী থানা পুলিশ ৪ জন, মুজিবনগর ও সদর থানা পুলিশ একজন করে গ্রেফতার করে।

গ্রেফতারকৃতরা হলেন তেঁতুলবাড়িয়া ইউনিয়ন যুবলীগের সাধারণ সম্পাদক শফিকুল ইসলাম, একই ইউনিয়নের ওয়ার্ড কৃষকলীগের সভাপতি আল মামুন, রাইপুর ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের দপ্তর সম্পাদক আসাদুল হক, আওয়ামী লীগ নেতা আবুল বাশার, মেহেরপুর শহরের আওয়ামী লীগ নেতা অঙ্কুর হোসেন এবং মুজিবনগরের মোনাখালি ইউনিয়ন ছাত্রলীগের সাংগঠনিক সম্পাদক শেখ আবু সাঈদ।

পুলিশ জানিয়েছে, গ্রেফতারকৃতদের বিরুদ্ধে সন্ত্রাস দমন আইনে মামলা রয়েছে।
আজ রবিবার দুপুরে তাদের আদালতে সোপর্দ করা হয়েছে।

গাংনীতে আওয়ামীলীগ নেতার বাড়ির সামনে বোমা সদৃশ্য বস্তু ও হুমকি চিরকুট উদ্ধার

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার বামুন্দী ইউনিয়নের ৬ নম্বর ওয়ার্ড আওয়ামী লীগের সভাপতি আব্দুর রশিদের বাড়ির সামনে থেকে বোমা

সদৃশ্য একটি বস্তু ও একটি হুমকি চিরকুট উদ্ধার করেছে পুলিশ। সোমবার (২ জুন) ভোরে এ ঘটনা ঘটে।

আব্দুর রশিদ জানান, সকালে ঘুম থেকে উঠে বাড়ির মূল ফটকের সামনে একটি অদ্ভুত বস্তু দেখতে পান তিনি। পরে বিষয়টি তাৎক্ষণিকভাবে পুলিশকে জানান। খবর পেয়ে বামুন্দী ক্যাম্পের পুলিশ সদস্যরা ঘটনাস্থলে পৌঁছে বোমা সদৃশ্য বস্তুটি উদ্ধার করে।

আব্দুর রশিদ অভিযোগ করেন, দীর্ঘদিন ধরে একটি সন্ত্রাসী চক্র তার কাছে চাঁদা দাবি করে আসছিল। চাঁদা না দেওয়ায় তাকে ভয় দেখাতে এবং আতঙ্ক সৃষ্টির জন্যই এমন বস্তু রেখে যাওয়া হয়েছে বলে তিনি ধারণা করছেন।

এ বিষয়ে গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) বানী ইসরাইল বলেন, “ঘটনাটি আমরা গুরুত্ব সহকারে দেখছি। ঘটনাস্থল থেকে বোমা সদৃশ্য বস্তু ও একটি হুমকিমূলক চিরকুট উদ্ধার করা হয়েছে। বিষয়টি খতিয়ে দেখতে তদন্ত শুরু হয়েছে।”

আওয়ামী লীগকে নিষিদ্ধের দাবিতে মেহেরপুর শহরে ব্লকেড কর্মসূচি

আওয়ামী লীগকে নিষিদ্ধ করার দাবিতে মেহেরপুর শহরে ব্লকেড কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আজ শনিবার বিকেল চারটার দিকে শুরু হওয়া এই কর্মসূচিতে এনসিপি, ইসলামী আন্দোলন, ইসলামী ছাত্রশিবির, ইসলামী ছাত্র ও যুব আন্দোলন, রেড জুলাইসহ বিভিন্ন সংগঠনের নেতা-কর্মীরা অংশ নেন। কর্মসূচিটি সন্ধ্যা ছয়টা পর্যন্ত চলেছে।

এ সময় কর্মসূচিতে অংশগ্রহণকারীরা “দিল্লি না ঢাকা, ঢাকা ঢাকা”, “আওয়ামী লীগের ঠিকানা, এই বাংলায় হবে না”, “আওয়ামী লীগ, ব্যান্ড ব্যান্ড”এমন নানা স্লোগান দেন।

বিক্ষোভ সমাবেশ কর্মসূচীতে নেতৃত্ব দেন বৈষম্য বিরোধী ছাত্র

আন্দোলনের মেহেরপুর জেলা শাখার আহবায়ক ইমতিয়াজ আহমেদ, সদস্য সচিব মুজাহিদুল ইসলাম, যুগ্ম সচিব তামিম হোসেন এবং জাতীয় নাগরিক কমিটির সদস্য খন্দকার মুইজ ।